নবদম্পতির উইক এন্ড ট্রিপ

ফোর্ট রায়চকে কন্টি মেনু

বিয়ের পরেই তড়িঘড়ি অফিসে জয়েন করতে হয়েছে বলে মন খারাপ? হানিমুন তো কোন ছাড় কোনও উইক এন্ডও প্ল্যান করতে পারেননি এরমধ্যে? আচ্ছা বেড়ানোর জায়গা একটা সাজেস্ট করে দিচ্ছি। ভেবে দেখুন যাবেন কি না। ঘরের কাছেই ফোর্ট রায়চক কিন্তু আপনাদের মতো নবদম্পতির জন্যেই ঢেলে সাজিয়েছে নিজের বাহির ও অন্দরমহল। এই ফোর্টের ভেতর হারিয়ে যেতে যেতে একে অপরকে নতুন করে পাওয়ার বা চেনার রয়েছে ভরপুর সুযোগ। মাঝে মধ্যে নৌকা বিহার বা স্পা ট্রিটমেন্ট হবে ছোট্ট ব্রেক। কলকাতা থেকে গাড়িতে রায়চক এই ঘন্টা দুয়েকের ড্রাইভ। তবে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ুন। নাহলে সরিষার হাটের জ্যামে ফেঁসে যেতে পারেন। ঠাকুরপুকুর, আমতলা, জোকা পেরিয়ে অবশেষে যখন ফোর্ট রায়চক পৌঁছবেন তখন সেই সবুজে সবুজ নীলিমায় নীল দুর্গের আকারে গড়া বিলাস বহুল হোটেল আপনাকে মুগ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গের মতোই ক্রমশ উঠে গেছে ফোর্ট রায়চকের রাস্তা। সেখানে মাত্র খানিক দূর আপনার গাড়ি ভরসা। তারপর নেমে পড়তেই হবে। তখন হয় পায়দল, নাহলে ফোর্টের নিজস্ব গল্ফ কার্টে চড়ে ফোর্ট গমন। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা বেশ আলাদা।

ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ, সঙ্গে ভরপুর খাওয়া দাওয়ার সুযোগ। ফোর্টের রেস্তোরাঁ রিফলেকশনসও সেজে উঠেছে এই মরশুমে। বাইরে ভেতরে রয়েছে খাওয়ার বন্দোবস্ত। রায়চকের ইউ এস পি গঙ্গা।

তাই রেঁস্তোরাঁর চেয়ারগুলো এমনভাবে পাতা যাতে গোটা রেস্তোরাঁ থেকেই গঙ্গা উপভোগ করা যায়।

রিফলেকশনস বেশ বড় রেস্তোরাঁ। ৮০০০ স্কোয়্যার ফি
জুড়ে বিভিন্ন বসার আয়োজন।
মধ্যে আবার ইন্টার‍্যাকটিভ কি
কাউন্টার, প্রাইভেট ডাইনিংয়ে
ব্যবস্থা ইত্যাদি। ভেতর ও বাই
মিলিয়ে মোটামুটি ১৮০ জনের
বসার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।
মাল্টিকুইজিন এই রেস্তোরাঁয়
বুফে স্প্রেড। ব্রেকফাস্ট থেকে
সব সময় বুফে স্প্রেড ভরতি।
সকাল ৭টা থেকে ১১.৩০টা
ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ দুপুর ১২টা

৩.৩০টে আর ডিনার রাত ৭ট
থেকে ১২টা ডিনার। ব্রেকফাস্ট
পাবেন ৩৫০ টাকা প্লাস ট্যাক্স
লাঞ্চ ও ডিনার পাবেন ৫৫০
প্লাস ট্যাক্স। বুফে ছাড়াও পাবে
ঢালাও আ-লা-কার্ট মেনু।

রেস্তোরাঁর শেফ নিজের পা
দুটি পদ বানিয়ে দিলেন আমা
সামনেই। সঙ্গে দিলেন রেসিপি
বসেই ফোর্ট রায়চকের খাবারে
যাতে আপনিও পান।

ছবি: বিশ্বজিৎ কুণ্ডু